গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি মন্ত্রণালয়

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ ।

Web: www.dam.gov.bd, E-mail: dg@dam.gov.bd

চামড়া বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানী পণ্য। উৎকৃষ্ট মানের চামড়া প্রাপ্তির জন্য পশু জবাই-এর সময় নিম্নের পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করলে যেমন চামড়ার ভালো মূল্য পাওয়া যাবে তেমনি দেশও অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

কোরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো, সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

- পশু জবাইয়ের পূর্বে পশুকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে।
- পশু জবাইয়ের পূর্বে পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে ।
- জবাইয়ের ১২ ঘন্টা পূর্ব হতে পশুকে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রাখা উত্তম
- পশু জবাইয়ের পূর্বে পশুকে ভালো ভাবে গোসল করাতে হবে।
- পশু জবাইয়ের পূর্বে জবাই-এর স্থান ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- জবাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে এবং উপযুক্ত গর্ত তৈরী করে নিতে হবে ।
- জবাইয়ের পর পশুর সমুদয় রক্ত নির্গমণের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।
- রক্তভর্তি গর্তটি মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- চামড়া ছাড়ানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চামড়ার সাথে মাংস ও চর্বি না থাকে, চামড়ার কোন স্থান কেটে না যায় এবং তাতে কোন ময়লা না লাগে।
- জবাইয়ের পর চামড়া ছাড়ানোর ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়ায় লবণ লাগাতে হবে। জবাই ও মাংস কাটা শেষে সকল প্রকার বর্জ্য ভালোভাবে অপসারণ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- কাঁচা চামড়ার পঁচনরোধে চামড়ার ভিতরের দিকটি উপরের দিকে দিয়ে টান টান করে বিছিয়ে দিতে হবে। অতঃপর পর্যাপ্ত লবণ ছিটিয়ে চামড়ার পানি শুষে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চামড়া বিক্রির পূর্বে এ কাজটি বার বার করা যেতে পারে।

প্রচারে

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরনীয় কার্যক্রম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নসহ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তা সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও মানসম্মত উপকরণ ব্যবহারের ফলে কৃষিপণ্য উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার অভাবে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল বিশেষ করে মৌসুমে উৎপাদিত পঁচনশীল শাক-সবজি ও ফল-মূলের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধার ব্যবহার ও পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষক/ব্যবসায়িগণ তাদের পণ্যের মানসম্মত বিপণনেসক্ষম হবে ও আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে।

- অধিক আয় নিশ্চিতকরণে উৎপাদনের পূর্বেই বিপণন পরিকল্পনা করুন।
- ফসলের মান অনুযায়ী সর্টিং, গ্রেডিং ও প্যাকেজিং করে পণ্য বিপণন করুন।
- কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পেতে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করুন।
- কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।
- বাজার সংযোগ স্থাপনে অধিদপ্তর কতৃক নির্মিত আধুনিক বাজার অবকাঠামো ও এসেম্বল সেন্টার ব্যবহার করুন।
- প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে শাক-সবজি ও ফল-মূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস করুন এবং উপযুক্ত মূল্য ঘরে তুলুন।
- কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে সংরক্ষণগার নির্মাণে সহয়তা গ্রহণ করুন
- মৌসুমে দানাদার শস্য কম মূল্যে বিক্রি না করে শস্য গুদামে শস্য সংরক্ষণ ও সহজ শর্তে ব্যাংক হতে ঋন গ্রহণ করুন।
- কৃষিপণ্য পরিবহনে অধিদপ্তরের কুলভ্যান ব্যবহার করুন এবং পণ্যের মান সমুন্নত রাখুন।
- দলগত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবহন ও বিপণন ব্যয় হ্রাস করুন।
- উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করুন।
- কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পেতে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সংগ্রহ করুন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্ব স্ব জেলার কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহযোগিতা নিন।

"ভাল পণ্য ভাল মূল্যে করব বিপণন
অধিক আয় ঘরে তুলে, গড়বো সুখী জীবন"

প্রচারে

উপপরিচালকের কার্যালয়

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট
www.dam.sylhetdiv.gov.bd
০২-৯৯৭৭০০৯০৭ dd_syldiv@dam.gov.bd

ধারা	আইন বিরোধী কাজ বা অপরাধ	দন্ড
১৯ (২)	কোন ব্যাক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইবার পর পুনরায় একই অপরাধ সংঘঠন করিলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনধিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০২ (দুই) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।

যে সকল কৃষি পণ্যের ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে সে সকল কৃষি পণ্যের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) খাদ্যশস্য: (১) ধান, (২) চাউল, (৩) গম, (৪) আলু, (৫) ভট্টা, (৬) কাউন, (৭) চিনা, (৯) যব;

(খ) অর্থকরী ফসল : (১) পাট, (২) চা, (৩) তুলা, (৪) তামাক;

(গ) ডাল ও কলাই : সকল প্রকার ডাল ও কলাই (খোসাসহ ও খোসা ব্যতীত) ;

(ঘ) তেলবীজ ও তেল: (১) রাই এবং সরিষা, (২) তিল, (৩) তিষি, (৪) বাদাম, (৫) নারিকেল, (৬) রেড়ি বীজ, (৭) সূর্যমুখী, (৮) সয়াবিনসহ সকল প্রকার ভোজ্যতেল;

(ঙ) ইক্ষু এবং গুড় : (১) ইক্ষু, (২) সকল প্রকার গুড়;

(চ) ফল: সকল প্রকার তাজা ও শুকনা ফল;

(ছ) ফুল : সকল প্রকার তাজা ও শুকনা ফুল, ক্যাকটাস, পাতাবাহার;

(জ) শাক-সবজি : সকল প্রকার শাক-সবজি;

(ঝ) পশু ও পশুজাত পণ্য : (১) গরু ও গরুর মাংস, (২) মহিষ ও মহিষের মাংস, (৩) উট ও উটের মাংস, (৪) ছাগল ও ছাগলের মাংস, (৫) ভেড়া ও ভেড়ার মাংস, (৬) হাঁস-মুরগি, কোয়েল ও কবুতের মাংস, (৭) ডিম, (৮) দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য, (৯) পশম, (১০) কাঁচা ও আধা প্রক্রিয়াজাত চামড়া, (১১) হাড় এবং হাড়ের গুড়া।

(ঞ) মাছঃ- (১) সকল প্রকার মাছ (তাজা, শুকনা, লবণজাত ও হিমায়িত), (২) চিংড়ি, (৩) কাকড়া, (৪) কচ্ছপ, (৫) কুমির ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী।

(ট) মশলাঃ- (১) পেঁয়াজ, (২) হলুদ, (৩) আদা, (৪) রসুন, (৫) জিরা, (৬) কালজিরা, (৭) ধনিয়া, (৮) মরিচ (কাঁচা ও শুকনা), (৯) গোল মরিচ, অন্যান্য সকল প্রকার মশলা।

(ঠ) অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যঃ- (১) সুপারি, (২) পান, (৩) চেরাই কাঠ, (৪) জ্বালানি কাঠ, (৫) বাঁশ, (৬) লবণ, (৭) চিনি, (৮) খৈল, (৯) পাটজাত পণ্য, (১০) নারিকেলের ছোবড়া ও ছোবড়াজাত পণ্য, (১১) তেঁতুলবীজ, (১২) সকল প্রকার ভূষি, (১৩) গোলপাতা, (১৪) বেত, (১৫) কাঠের ফার্ণিচার, (১৬) মধু, (১৭) ডাব ও নারিকেল, (১৮) মোম।

(ড) প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যঃ- (১) চিড়া, (২)মুড়ি, (৩) সুজি, (৪) সেমাই, (৫) আটা, (৬) ময়দা, (৭) সকল প্রকার কৃষিপণ্যের রস ও জুস, (৮) আচার, (৯) বেসন, (১০) চিপস্, (১১) অন্য যে কোনো প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য।

(ক) বীজঃ- সকল প্রকার বীজ

(খ) সারঃ- সকল প্রকার রাসায়নিক, জৈব ও মিশ্র সার

(গ) বালাইনাশকঃ- সকল প্রকার বালাইনাশক ও (প্রাকৃতিক ও জৈব বালাইনাশক)

(ঘ) বাচ্চাঃ- রেণু, পোনা, ব্যবসার উদ্দেশ্যে পালিত পশুপাখির বাচ্চা, মুরগির বাচ্চা, গরুর বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা, ভেড়ার বাচ্চা, কোয়েলের বাচ্চা

(ঙ) খাদ্য জাতীয় উপকরণঃ সকল প্রকার খাদ্য জাতীয় উপকরণ যাহা হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু ও মৎস্য উৎপাদনে প্রয়োজন হয়। হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু ও মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রকার খাদ্য জাতীয় উপকরণ এবং

(চ) কৃষিকার্যে ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত মেশিনারিজ অথবা যন্ত্রপাতিঃ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি।

"প্রয়োজনের তুলনায় একসাথে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকুন, অতিরিক্ত পণ্য ক্রয়ে সাময়িকভাবে বাজারে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই অল্প অল্প ক্রয় করুন। পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখুন।"

'সদাই (Sadai) এ্যাপস্ ডাউনলোড করুন, ঘরে বসেই বাজার করুন।		জনস্বার্থে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন
সরকারি তথ্য ও সেবা হটলাইন ঃ ৩৩৩	জরুরি সেবা হটলাইন ঃ ৯৯৯	দূর্যোগের আগাম বার্তা হটলাইন ঃ ১০৯০

প্রচারে ঃ উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

ফোন ঃ ৮৮০২-৯৯৭৭০০৯০৭ ই-মেইলঃ dd_syldiv@dam.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.dam.sylhetdiv.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর অধীনে অপরাধ ও দন্ডের বিধানঃ-

জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ প্রয়ণন করেন। ভোক্তা, মিলার, ডিলার, মজুতদার, আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ব্যবসায়ী, বিক্রেতা ও সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে আইনে বর্ণিত অপরাধ ও দন্ডের বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ধারা	আইন বিরোধী কাজ বা অপরাধ	দন্ড
১৯ (১)(ক)	লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত কার্য পরিচালনা করিলে	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(খ)	যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া অন্যকোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর নিকট লাইসেন্স স্থানান্তর করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(গ)	সরকার নির্ধারিত মার্কেট চার্জ বা ভাড়ার অতিরিক্ত আদায় করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ঘ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বা উহার কোন কর্মচারীকে এই আইনের অধীনে কোন কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করিলে বা চাহিদা মতো তথ্য প্রদান না করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ঙ)	কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যের পাইকারি বা খুচরা বিক্রয় মূল্য প্রকাশ্য স্থানে বা পণ্যের মোড়কে বা দৃষ্টিগোচর হয় এমন ভাবে প্রদর্শন না করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(চ)	কৃষি পণ্যের মোড়কে পণ্যের পুষ্টিমান ও উপাদনের শতকরা হার, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ না করিলে বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ছ)	জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন রাসায়নিক বা অন্য কোন দ্রব্য কৃষি পণ্যে ব্যবহার করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(জ)	কৃষিপণ্য বা উপকরণ বিক্রয়কালে ওজনে কম প্রদান করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ঝ)	জরুরী অবস্থা বা সংকট মোকাবেলার জন্য সরকারের চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী গুদাম বা হিমাগার মালিক এবং মজুদকারী গুদাম বা হিমাগারে মজুদকৃত পণ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ঞ)	ক্রয়কৃত পণ্যের মূল রশিদ বা ক্যাশ মেমো দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ না করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ট)	সরকার কর্তৃক হস্তান্তরকৃত বা অনুমোদিত হাট বাজারে কৃষি পণ্য পাইকারি বা খুচরা হিসেবে ক্রয় বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ঠ)	কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যের সরবরাহে বাধা সৃষ্টি অথবা যে কোন ভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিলে বা বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তাহার গুদাম বা হিমাগার হইতে খুচরা বিক্রেতা বা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।
১৯ (১)(ড)	কৃষিপণ্য বা কৃষি উপকরণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিলে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরের অধিক মুনাফা গ্রহণ করিলে।	অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড।